বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 16, Issue 03, 2025

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন



মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার বলেন, গবাদি প্রাণীতে যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলে ব্যাকটেরিয়াসমূহে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে। যা মানবসম্পদের জন্য ভবিষ্যতে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মানুষ এবং গবাদি প্রাণী পাশাপাশি থাকে বলে প্রাণিসম্পদে ক্ষতিকর কিছু ব্যবহার করা হলে তা মানুষের শরীরে ফেরত আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। উপদেষ্টা গত ১৩/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ সকালে সৈয়দপুরের ইকো হেরিটেজ হোটেল এন্ড রিসোর্ট মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও কর্মশালা-২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।



মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা এসময় আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জাতের মুরগিসমূহ হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় সম্পদসমূহ রক্ষা করতে হবে এবং অঞ্চলভিত্তিক ক্ষতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে।



দেশীয় মুরগির পাশাপাশি হাঁসের ডিমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ফিড ইন্ডাস্ট্রিতেও আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের সাথে সাথে খাদ্য তৈরির উপাদানের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। বাইরে থেকে খাদ্য তৈরির উপাদান আমদানি করা হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।



এর আগে উপদেষ্টা বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শনকালে গরুর মাংস আমদানির ক্ষেত্রে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেশে মাংস উৎপাদনে নিয়োজিত খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সর্বদা সচেষ্ট। দেশের ক্ষতি হয়-এমন কোনো সিদ্ধান্ত সরকার নেবে না।



বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। তিনি বলেন, খাবারের দাম বৃদ্ধি পেলে পোল্ট্রি বা ডিমের দাম বাড়বেই। একারণে কম খরচে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। একই সাথে এই মন্ত্রণালয় প্রাণী সংরক্ষণ, প্রাণীর সুরক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কাজের ব্র্যান্ডিং বাড়াতে হবে। একই সাথে এই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মরত জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।



কর্মশালায় বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে উঠার সাথে সাথে আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। বিএলআরআই দেশীয় সম্পদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিএলআরআই ভবিষ্যতে স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও খাদ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কাজ করবে।



বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় বক্তৃতা করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নীলুফা আক্তার। কর্মশালায় স্বাগত বক্তৃতা এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই এর পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দপ্তর প্রধান এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বিএলআরআই-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রটি জেলা শহর নীলফামারী থেকে ২৩.৭ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রায় ০৮.০০ একর জায়গার উপরে স্থাপিত । ইনস্টিটিউটের চলমান "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যেই আঞ্চলিক কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর, প্রধান ফটক, অফিস কাম ল্যাবরেটরি ভবন, আরসিসি কার্পেটিং রোড, পোল্ট্রির জন্য ব্রুডার, গ্রোয়ার ও লেয়ার শেড; বায়োগ্যাস প্লান্ট; ১৫০ KVA সাবস্টেশন ও সোলার সিস্টেম ইত্যাদিসহ সহায়ক বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মহোদয়ের বিএলআরআই পরিদর্শন



বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান গত ২২/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পরিদর্শন করেন। এসময় তার সফর সঙ্গী হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইং-এর অতিরিক্ত সচিব ড. অঞ্জন কুমার দেব রায় এবং পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সদস্য (সচিব) মহোদয় বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় বিএলআরআইতে পৌঁছান। তার বিএলআরআই পরিদর্শন উপলক্ষ্যে এসময় একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় পরিচিতি পর্ব। এরপর বিএলআরআই-এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান

করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্রের দপ্তর প্রধান ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ।



বিএলআরআই-এর কার্যক্রম উপস্থাপনার পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। এসময় সদস্য (সচিব) ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা ব্যাপক। এসময় তিনি বিএলআরআই এর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।



মতবিনিময় সভা সমাপ্তির পরে সদস্য (সচিব) মহোদয় বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি এসময় তিনি বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা খামারসমূহও পরিদর্শন করেন। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক মহোদয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ও বিএলআরআই এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিএলআরআই এ 'জুলাই শহিদ দিবস' পালিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গত ১৬/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখে জুলাই শহিদ দিবস পালিত হয়। জুলাই শহিদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএলআরআই'তে সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিনটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। পাশাপাশি বাদ যোহর বিএলআরআই জামে মসজিদে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শাহাদত বরণকারী শহিদগণের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।



একই সাথে বিএলআরআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহেও পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

বিএলআরআইতে অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ কর্মরত কর্মচারীদের আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে-কলমে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ০৭/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ০৯/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী "অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ বিএলআরআইতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের ৩০ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফরুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।



প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনার ধারণা ও গুরুত্ব; অফিসিয়াল শিষ্টাচার; সময় ব্যবস্থাপনা; অফিস ও খামারের উত্তম ব্যবস্থাপনায় চিঠিপত্র নথি ভুক্তকরণ ও ফাইল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা; মাইক্রোসফট অফিসের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন; ডি-নথি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা; ই-মেইল ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা; বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ আইন ও সরকারি চাকুরির বিদ্যমান বিভিন্ন আইন; বিভিন্ন ধরনের ছুটি ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণের বিভিন্ন বিধি; পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮; এসিআর লিখন কৌশল ও এসিআর ব্যবস্থাপনা; গ্র্যাচুইটি , সিপিএফ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ বিধি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

স্থানীয় স্ট্রেইন হতে অ্যাভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাবীজ উদ্ভাবনকল্পে গঠিত কারিগরি কমিটি'র প্রতিবেদন দাখিল



স্থানীয় স্ট্রেইন হতে অ্যাভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_9N_2) টিকাবীজ উদ্ভাবনকল্পে গঠিত কারিগরি কমিটি'র একটি সভা গত ০৯/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখে বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় ভ্যাকসিন উদ্ভাবক বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং কারিগরি কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

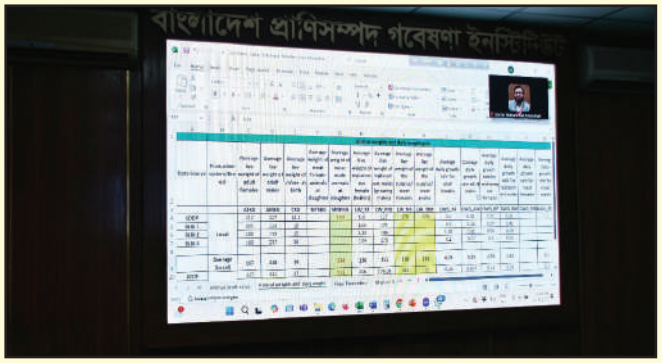


বিএলআরআই ও FAO এর উদ্যোগে "ইন-হাউজ কনসাল্টেশন এন্ড ডাটা ভেলিডেশন" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৪/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে বিএলআরআই এ "In House Consultation and Data Validation" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

FAO-এর অর্থায়নে বিএলআরআই-এর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত 'FVC/GLO/195/MUL Phase II' শীর্ষক প্রকল্পের আয়োজনে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল আইপিসিসি টায়ার-২ মানদণ্ড অনুযায়ী বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা খামারসমূহের গবাদিপ্রাণী পালনভিত্তিক তথ্য-উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। এ সকল তথ্য-উপাত্ত পরবর্তী সময়ে আন্তঃসরকারি জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল (IPCC) এ প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রদানের সময়ে ব্যবহৃত হবে।



প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় তিনি গবাদিপ্রাণী থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস সঠিকভাবে পরিমাপ করা এবং দেশে টেকসই প্রাণিসম্পদ উৎপাদন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের অপরিহার্যতার উপর জোর দেন।

এসময় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন FAO-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কর্ডিনেটর, এলডিডিপি-টিএ ড. খান শহিদুল হক। বিএলআরআই-এর বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধানগণসহ বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা খামার পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশীজনগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গবেষক, প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার পরিমাপের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন, তথ্যের যথার্থতা এবং জলবায়ু সহনশীল প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কীভাবে জাতীয় রিপোর্টিং কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা যায় সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই কর্মশালাটি আইপিসিসি (IPCC) নির্দেশিকা অনুযায়ী জলবায়ু বিষয়ক রিপোর্টিং সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে এবং কৃষিজ খাতের নির্গমন কমানোর পাশাপাশি প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

বিএলআরআইতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৫ পালিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৫' উদ্‌যাপিত হয়েছে। গত ২১/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখ সকালে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক মহোদয় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রকল্প পরিচালকগণ, শাখা প্রধানগণসহ ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৫' এর অংশ হিসেবে বিএলআরআইতে সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ) টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।



বিএলআরআই এ প্যানেল টেস্ট অনুষ্ঠিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের আয়োজনে লো-কোলেস্টেরল দই ও ছানার পানি হতে উৎপন্ন বিভিন্ন পানীয়-এর উপরে গত ২১/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে একটি প্যানেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়।



প্যানেল টেস্ট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) (রু. দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান, ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ।



এসময় উপস্থিত সদস্যগণ ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের লো-কোলেস্টেরল দই ও ছানার পানি হতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার পানীয় পরীক্ষা করেন এবং এসকল পণ্যের গুণগতমানের প্রশংসা করেন। ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চলমান প্রকল্পের আওতায় গবেষণার অংশ হিসেবে উৎপাদিত লো-কোলেস্টেরল দই এবং ছানার পানির সাথে বিভিন্ন ফলের নির্যাস তৈরি করে উৎপাদিত বিভিন্ন পানীয়-এর স্বাদ ও গুণগতমান পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্যানেল টেস্টটির আয়োজন করা হয়।



IPCC Tier-2 ব্যবহার করে গবাদি প্রাণীর গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ পরিমাপ সংক্রান্ত অংশীজন মতবিনিময় কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ গত ২৭/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে "পাইলটিং গ্রিনহাউজ গ্যাস ইমিশন এস্টিমেশন ইন ক্যাটেল ইউজিং আইপিসিসি (২০১৯) টায়ার-টু অ্যাপ্রোচ" শীর্ষক একটি অংশীজন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএলআরআই এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর যৌথ আয়োজনে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।



উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এবং সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) (রু. দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন FAO-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কর্ডিনেটর, এলডিডিপি ড. খান শহিদুল হক।



বিএলআরআই-এর সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) আয়োজিত কর্মশালার শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্র-এর দপ্তর প্রধান ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। পাশাপাশি এসময় তিনি FAO ও বিএলআরআই-এর যৌথ গবেষণা কার্যক্রম-এর প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নাথু রাম সরকার বলেন, আমাদের দেশ সবসময় যে কোন পলিসি গ্রহণ ও প্রণয়নে অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে থাকি।

এর কারণ হলো পলিসি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও পলিসি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আত্মস্থ নয়। একারণে যে কোন পলিসি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তবেই পলিসি বাস্তবায়নে সাফল্য বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমান হবে।

এসময় তিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্র থেকে যেভাবে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, প্রাণিসম্পদ খাত থেকে তেমন পাওয়া যায় না। একারণে সম্প্রসারণের সাথে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। কোন বিষয় সম্পর্কে জানা থাকলে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সহজ হবে। পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ পাওয়া গেলে নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) (রু. দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান বলেন, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বলে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। আইপিসিসি টায়ার টু মেথডে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় বলে এই প্রক্রিয়ায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় করা চ্যালেঞ্জিং। কর্মশালা হতে যে সকল মন্তব্য এসেছে, সেগুলোর আলোকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহকে আরও সমৃদ্ধ এবং উন্নীত করার সুযোগ রয়েছে, যেগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

কর্মশালায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ, জলবায়ু ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও বিএলআরআই-এর ৪০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। এসময় বিগত ২০২৩ সালে বিএলআরআই এবং FAO এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্র-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সিফাত হোসাইন জয়া।



বিএলআরআই এবং FAO এর যৌথ উদ্যোগে ২০২৩ সালে আইপিসিসি টায়ার-টু মেথড ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদ খাতের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সিরাজগঞ্জ উপজেলার গবাদি প্রাণী তথা গরুর সংখ্যা, উৎপাদনশীলতা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে এবং আইপিসিসির গাইডলাইন অনুসরণ করে সমীকরণ প্রণয়ণ করা হয় এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ পরিমাপ করা হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রতিনিধিগণের মতামত প্রদানের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ এসময় উপস্থাপিত ফলাফলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে গবেষণার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তারা উপস্থাপিত ফলাফল কিভাবে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করা যায় সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসে সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত কর্মশালা



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ গত ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে "Available Cost-beneficial GHG Emission Mitigation Technologies/ Good Practices" শীর্ষক একটি অংশীজন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএলআরআই এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।



বিএলআরআই-এর সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) আয়োজিত উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। এছাড়াও কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। আরও উপস্থিত ছিলেন FAO-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কর্ডিনেটর, এলডিডিপি-টিএ ড. খান শহিদুল হক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) (রু.দা.)

ড. মো. জিল্লুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যের পরে FAO ও বিএলআরআই-এর পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হওয়া গবেষণা কার্যক্রম এবং এর প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্র এর দপ্তর প্রধান ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নাথু রাম সরকার বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হার কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ নির্ধারণ করেছে, সেখানে প্রাণিসম্পদ খাতে পরিবেশবান্ধব তথা গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হার কমাতে সহায়তা করে এমন প্রযুক্তিসমূহের অভিযোজন ও সম্প্রসারণ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করতে হবে। পাশাপাশি এমন কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে জাতীয় কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে বড় প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশ গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন পরিমাপের ক্ষেত্রে অতিশীঘ্রই আইপিসিসি টায়ার ওয়ান মেথড হতে টায়ার টু মেথডে উত্তরণ করবে। সেখানে কেবল গবাদি প্রাণীর সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন পরিমাপ না করে বরং আরও অনেকগুলি চলকের সংমিশ্রণে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন পরিমাপ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। ফলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমায় এমন চিহ্নিত প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার ও সম্প্রসারণ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন অনেক জরুরি। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ, জলবায়ু ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও বিএলআরআই-এর ৪০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে সহায়তা করে খামারি পর্যায়ে ব্যবহৃত এমন প্রযুক্তি ও চর্চাসমূহের সুফল এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রা নিয়ে ২০২৩ সালে বিএলআরআই ও FAO-এর যৌথ উদ্যোগে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। কর্মশালায় গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও দেশের বিভিন্ন জেলায় গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাসে সহায়ক প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ নিজামুল হক তৌহিদ।



প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে সহায়তা করে এমন প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে গবাদি প্রাণীর খাদ্য হিসেবে উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ, সাইলেজ ও টোটাল মিক্স রেশন ইত্যাদির মতো প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গবাদি প্রাণীর গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবহারের জন্য বায়োগ্যাস, কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট ইত্যাদির মত প্রযুক্তির ব্যবহার। সিরাজগঞ্জ জেলার কিছু নির্বাচিত খামারির উপর জরিপ পরিচালনা করে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা ও ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের ফলাফল নির্ণয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ পর্যালোচনাও করা হয়। এছাড়াও গবেষণার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় আলোচিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাত্রা পরিমাপের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যমান গবেষণা প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে 'হিট ম্যাপ' প্রণয়ন করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যগণ এসময় উপস্থাপিত ফলাফলের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে গবেষণার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তারা উপস্থাপিত ফলাফল কিভাবে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করা যায় সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম